দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 15 JAN 2016 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

# বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কর্মবিরতি চলছেই

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোর 'অসঙ্গতি দূর' করে শিক্ষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে কর্মবিরতি অব্যাহত রেখেছেন ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বঘোষিত সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও কোনো টার্ম পরীক্ষা বা ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি। শ্রেণিকক্ষ বন্ধ ছিল প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের। তবে সমস্যার দ্রুত সমাধান শেষে ক্লাসে ফিরতে চান বলে শিক্ষক নেতারা জানিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার কর্মবিরতির চতুর্থ দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী চাইলে কি সব সম্ভব? সম্ভব হয় না, অনেক সময় হয়ে যায়। তারপরও এই পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ থেকে এবং আমাদের পক্ষ থেকে কিন্তু সবাই আন্তরিক। সেজন্য আমরা অনেক বেশি আশাবাদী যে অল্প সময়ের মধ্যে সমাধানে পৌঁছতে পারব। এটা হবে শিক্ষকদের জন্য, সকলের জন্য সম্মানজনক সমাধান। আমরা এটা আশা করি, এটা প্রত্যাশা করি। আর যদি না হয় তা হলে ক্লাসে ফেরত যাওয়ার কোনো উপায় নেই।'

তিনি বলেন, আমাদের কর্মবিরতি চলছে। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসের বাইরে রাখা আমাদের কাম্য নয়। সে জন্যই আমরা গত আট মাস ধরে আন্দোলন করে আসছি যেন কোনো অবস্থাতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত না হয়। কিন্তু দাবি না আদায় হওয়ায় আমরা কর্মবিরতি দিতে বাধ্য হয়েছি। আমরা শ্রেণিকক্ষে ফিরে গিয়ে ক্লাস-পরীক্ষা নিতে চাই। তাই এ সমস্যার দ্রুত সমাধান দরকার। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নিকট আহ্বান জানিয়েছি। হয়তো কোনো কারণে তিনি মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন। তারপরও তিনি এই ব্যাপারে আন্তরিক। আমরা একটা সমাধানে পৌঁছতে পারব বলে বিশ্বাস করি। উনি ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে অনেক বেশি সতর্ক। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ব্যাহত হোক উনিও চান না, আমরাও চাই না।

তিনি উল্লেখ করেন, সরকারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লোক থাকে। প্রধানমন্ত্রী তো একাই সরকার চালাচ্ছেন না। তাই এসব ক্ষেত্রে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়। কর্মবিরতিতে শিক্ষার্থীদের কোনো ক্ষতি হবে না মন্তব্য করে তিনি বলেন, আমার কাছে একটা চমৎকার আইডিয়া আছে। সব কিছুর সমাধান হয়ে গেলে সেটি আমরা প্রয়োগ করব।